দৈনিক ইনকিলাব

5

তারিখ 03 JAN 1997
পৃঃ 7 কলাম ৫

১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্য অনিশ্চিত

আইডিয়েল স্কুল সংকট ঘনীভূত

মোঃ আবদুর রহিম ।। আইডিয়াল হাই স্কুল এন্ড কলেজ নিয়ে সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। এ অবস্থায় ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণ এবং নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক পদপ্রার্থী দারুণ অনিশ্চয়তায় হাবুডুবু খাচ্ছেন।

আইডিয়াল-হাই স্কুল এবং কলেজের নিয়মিত

১১-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

আইডিয়েল স্কুল সংকট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র ১২/১৪ দিন পূর্বে এবং পূর্ব নির্ধারিত অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাত্র ২/১ দিন পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুলের নিয়মিত কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে একটি এডহক কমিটি গঠনের জন্য স্থানীয় এমপি জনাব সাবের হোসেন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান, প্রিন্সিপালকে সদস্য সচিব করে মোট ৫ সদস্যের একটি কমিটি অনুমোদন করার জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করে। একই সাথে পুরাতন কমিটির এবং প্রস্তাবিত এডহক কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সাবের চৌধুরী স্কুল' এন্ড কলেজের প্রিন্সিপালের বরাবরে প্রেরিত এক চিঠিতে গভর্নিং বডির নির্বাচন অর্থাৎ অভিভাবক প্রতিনিধির পূর্ব নির্ধারিত নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন।

এ অবস্থায় প্রিন্সিপাল জনাব ফয়জুর রহমান পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি এবং বিবৃতির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা এবং ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি এবং শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেন। এর ফলে অভিভাবক মহলে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হলে জনাব সাবের চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন স্থগিত হলেও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ফরম বিক্রি, ভর্তি পরীক্ষা এবং শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়নি। এ সংবাদ কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশ হলে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকগণ এবং শিক্ষক পদপ্রার্থীগণ বিদ্যালয়ে গিয়ে ভিড় করলে তাদেরকে সবকিছু স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানিয়ে দেয়া হয়। তবে ১ জানুয়ারী থেকে স্কুল কোচিং ক্লাস ইত্যাদি যথারীতি চলবে বলেও প্রিন্সিপাল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেয়া হয়। এমতাবস্থায় আইডিয়াল স্কুলের সংকট ঘনীভূত হয়ে পড়ে। নির্বাচন স্থগিত রাখার প্রশ্নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের বক্তব্য ছিল 'যেহেতু প্রিন্সিপালের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি বিধিবহির্ভূত সেহেতু তার স্বাক্ষরে প্রণীত নির্বাচনের যাবতীয় কার্যক্রম বিধি সম্মত নয়' এবং এ কারণেই জনাব ফয়জুর রহমান বিধি বহির্ভূতভাবে তার স্বাক্ষরিত ভর্তি ফরম বিক্রি এবং শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ্য, প্রিন্সিপালের চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধির প্রতিবাদে হাই কোর্টে দু'টি রীট আবেদন হাই কোর্ট নাকচ করে দেয়। তাছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচয়পত্র নং শাঃ ১১/বিবিধ-৪/৯৫/৩১২ এবং পরিচয়পত্র নং শাঃ ১১/মেঃসঃ-৫/৯৩/৫২৯ শিক্ষা-এর মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব ফয়জুর রহমানের চাকরির মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধি করে এবং কলেজের প্রধানরূপে নিয়োজিত করার আদেশ দেয়।

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে প্রিন্সিপাল ফয়জুর রহমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র/শিক্ষক/অভিভাবকসহ সকলকে উদ্বিগ্ন না হয়ে ধৈর্য ধারণ করতে এক বিবৃতিতে অনুরোধ করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, চলতি অচলাবস্থা নিরসনের সংগে সংগেই শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা এবং ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিজ্ঞপ্তিতে তিনি আগামীকাল বুধবার থেকে প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রেণীর ক্লাস এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কোচিং ক্লাস যথারীতি চলবে বলে জানিয়েছেন।